গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা ভূমি অফিস
বাউফল, পটুয়াখালী
www.acl.bauphal.patuakhali.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩১.১০.৭৮৫৪.৭০৭.০১.০০৫.২১- ০৯

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪৩২
০৫ জানুয়ারি ২০২৬

বিজ্ঞপ্তি

(২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহ্বান)

"সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯" অনুযায়ী পটুয়াখালী জেলাধীন বাউফল উপজেলার ব্যবস্থাপনাধীন (২০,০০ একর পর্যন্ত বদ্ধ) ইজারাযোগ্য জলমহাল ১৪৩৩-১৪৩৫ বঙ্গাব্দ ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে (১ বৈশাখ হতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত) সাধারণ আবেদনের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ এর ২৩ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০.০০০.০৫০.৬৮.০০২৩.২৫-৭০৪ নম্বর স্মারকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সদস্যগণের নিকট হতে নিম্নবর্ণিত সিডিউল অনুযায়ী নিয়মাবলী/শর্তাবলী ও চেকলিষ্ট অনুসরণপূর্বক অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

"সময়সূচি"

তারিখ	কার্যদিবস	গৃহীত কার্যক্রম
০১ মাঘ থেকে ১৫ মাঘের মধ্যে (১৫ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারি, ২০২৬ এর মধ্যে)	১৫ (পনের) দিন	অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল।
১৮ মাঘ থেকে ২০ মাঘের মধ্যে (০১ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ এর মধ্যে)	০৩ (তিন) কার্যদিবস	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল।
২২ মাঘ থেকে ২৮ মাঘের মধ্যে (০৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ এর মধ্যে)	০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস	অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই-বাছাই।
২৯ মাঘ থেকে ০৫ ফাল্গুনের মধ্যে (১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ এর মধ্যে)	০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস	উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন।
০৬ ফাল্গুন থেকে ২৬ ফাল্গুনের মধ্যে (১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ মার্চ, ২০২৬ এর মধ্যে	১৫ (পনের) কার্যদিবস	ইজারা অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন।
২৭ ফাল্গুন থেকে ০২ চৈত্রের মধ্যে (১২ মার্চ থেকে ১৬ মার্চ, ২০২৬ এর মধ্যে	০৩ (তিন) কার্যদিবস	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারা গ্রহীতাদের অবহিতকরণ।
০৩ চৈত্র থেকে ১৫ চৈত্রের মধ্যে (১৭ মার্চ থেকে ২৯ মার্চ, ২০২৬ এর মধ্যে	০৭ (সাত) কার্যদিবস	ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে ইজারামূল্য জমা প্রদান এবং ইজারা গ্রহীতার সাথে ইজারা চুক্তি সম্পাদন।
০১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল, ২০২৬)		ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া।

"১৪৩৩-১৪৩৫ বঙ্গাব্দ সন মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহালের তফসিল ও ইজারামূল্য"

ক্রমিক	উপজেলার নাম	জলমহালের নাম	জলমহালের আয়তন (একরে)	তফসিল			সম্ভাব্য সরকারি মূল্য	প্রস্তাবিত ইজারার মেয়াদ
				মৌজা	খতিয়ান	দাগ		
১	বাউফল	চর ওয়াডেল সরকারি খাস পুকুর, চর ওয়াডেল	০.৮২	চর ওয়াডেল	০১	৬৫,৬৬	১৬,১০০/-	১৪৩৩-১৪৩৫
২		ভরিপাশা খাস পুকুর	১.২৭	ভরিপাশা	০১	২০৬, ২০৭	৮,৯০০/-	১৪৩৩-১৪৩৫
৩		চর মমিনপুর খাস পুকুর	০.৮৫	চর মমিনপুর	০১	১০০১	৪৭,২৫০/-	১৪৩৩-১৪৩৫

"নিয়মাবলি"

১. অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।

০২. ০১ মাঘ ১৪৩২ থেকে ১৫ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাউফল বরাবরে যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংক হতে ৫০০/- টাকার ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার (অফেরতযোগ্য) মূলে আবেদন ফরম ক্রয় করা যাবে। পূরণকৃত আবেদন ফরমটি অনলাইনে স্ক্যান করে দাখিল পূর্বক ফরমের মূল কপি ৫০০/- জমার রশিদসহ অন্যান্য প্রিন্টেড কপির সাথে জমা প্রদান করতে হবে।

০৩. জলমহালের ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি www.acl.bauphal.patuakhali.gov.bd ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

০৪. জলমহালের আবেদন দাখিলের সকল শর্তাদি উপজেলা ওয়েব পোর্টাল ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে নোটিশ বোর্ড হতে জানা যাবে।

০৫. অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমার পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টেড কপিসহ জলমহাল ইজারার জন্য প্রস্তাবিত ইজারামূল্যের ২০% জামানত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মূল কপি সীলগালা বন্ধ খামে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় দাখিল করতে হবে। সীলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে 'জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন' কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বাম পার্শ্বে নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকতে হবে।

০৬. অনলাইনে দাখিলকৃত তথ্যাদি এবং প্রিন্টেড কপি হিসেবে দাখিলকৃত তথ্যাদির মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হলে অনলাইনের তথ্যাদি সঠিক মর্মে বিবেচিত হবে।

০৭. প্রস্তাবিত ইজারামূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট ও ১০% আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

০৮. কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন আবেদন প্রক্রিয়ায় ২ (দুই) টির বেশি জলমহাল ইজারা গ্রহণ করতে পারবে না।

০৯. জলমহাল ইজারা গ্রহণে আগ্রহী সমিতি/সংগঠনকে সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে জলমহালের কোন অংশ ভরাট হয়েছে বা চাষ অনুপযোগী এবং আয়তন কম/বেশি হলে এই মর্মে কোনো আপত্তি আনয়ণ করা যাবে না। আপত্তি আনয়ণ করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

১০. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে চূড়ান্তভাবে আবেদন দাখিল না করে সরাসরি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কোন আবেদনকারী সমিতি জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য ম্যানুয়্যালি আবেদন দাখিল করলে তা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১. কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

05/01/26

সালেহ আহমেদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাউফল, পটুয়াখালী।
ও
আহবায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্মারক নম্বর: ৩১.১০.৭৮৫৪.৭০৭.০১.০০৫.২১- ০৯

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪৩২
০৫ জানুয়ারি ২০২৬

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে

০১। জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী।
০২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), পটুয়াখালী।
০৩। প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, বাউফল, পটুয়াখালী।
০৪। উপজেলা...কর্মকর্তা, বাউফল, পটুয়াখালী।
০৫। চেয়ারম্যান, ...(সকল) ইউনিয়ন পরিষদ, বাউফল, পটুয়াখালী। বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ডে টানানোসহ বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৬। ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লিঃ/ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রুপালী ব্যাংক লিমিটেড, বাউফল শাখা।
০৭। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা...ইউনিয়ন ভূমি অফিস, বাউফল, পটুয়াখালী। বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ডে টানানোসহ বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৮। সভাপতি/সম্পাদক .... মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. বাউফল, পটুয়াখালী।
০৯। নোটিশ বোর্ড/ওয়েব পোর্টাল।

মোঃ সোহাগ মিলু
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
বাউফল,পটুয়াখালী।
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি

"সাধারণ আবেদনের মাধ্যমে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির শর্তাবলী: (২০ একর পর্যন্ত)"

০১. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর সকল শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

০২. কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

০৩. নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন। সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

৪. উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

০৫. প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যারা সমাজেসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া সদস্য নেই তারাও আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

০৬. মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতির কোন জঙ্গী সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে কোন জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

০৭. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাউফল কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজ প্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

০৮ সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০৯. লীজগ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১০. উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ১ম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা গ্রহীতা নিজ উদ্যোগে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখলনামা বুঝে নিবেন।

১১. পরবর্তী ২য় ও ৩য় বছরের ইজারামূল্য যথাক্রমে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১২. দরপত্রে উল্লিখিত দরের ১০% হারে আয়কর এবং ১৫% হারে মূল্য সংযোজনকর (ভ্যাট) এবং ১ম বছরের গৃহীত মূল্যের সাকূল্য টাকা ডাক গ্রহণের ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্র তারিখে মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং ৩য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ২য় বছরের ১৫ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইতোপূর্বে জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং জলমহাল পুনঃ ইজারা/বন্দোবস্ত জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১৩. অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মুল কপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিলের সময় খামের উপর উপজেলাসহ জলমহালের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

১৪. এতদসঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জলমহালের বন্দোবস্ত ১৪৩৩-১৪৩৫ বঙ্গাব্দের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৫. ইজারামূল্য পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/সংগঠন স্ব-উদ্যোগে ইজারা চুক্তি সম্পাদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস হতে নিজ উদ্যোগে জলমহালের দখল গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা যাবে না কিংবা কোন কর্তৃপক্ষ বা কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না। লীজচুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহালের দখল প্রদান করা যাবে না।

১৬. যে সকল জলমহালের উপর বিজ্ঞ আদালত/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হবে না।

১৭. বছরের যে কোন সময়ে ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ১ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে।

১৮. মামলাজনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসঙ্গত কারণে জলমহালসমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না অথবা জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে, মাছের মড়ক ইত্যাদি কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে জলমহাল ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না। জলমহাল সংক্রান্ত বিধিসমূহ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২০. আদালতে কোন মামলা/প্রাকৃতিক কারণে কোন ক্ষতিগ্রস্থতার অজুহাতে ইজারামূল্য সমন্বয় কিংবা ইজারা মেয়াদ বৃদ্ধির কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

২১. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২২. বদ্ধ জলমহালসমূহ তিন বছর মেয়াদে বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

২৩. লীজগ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন, যাতে কেউ সংশ্লিষ্ট জলমহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল না করে তা নিশ্চিত করবেন।

২৪. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন দাখিল না করে সরাসরি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে কোন আবেদনকারী সমিতি জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য আবেদন দাখিল করলে তা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৫. জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সনের মৎস্য সংরক্ষণ আইনের কোন বিধান লংঘিত হয়।

২৬. অনুমোদিত ইজারাগ্রহীতা সরকার বা কালেক্টর কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ/নিষেধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২৭. ১ম বছরের সমুদয় অর্থ জমা দিয়ে কৃতকার্য আবেদনকারী নির্ধারিত ফরমে ৩০০/- টাকার মূল্যমানের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের সময় তাকে ১ কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে।

২৮. ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল সরকারি আদেশ যেগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, সেই আদেশের/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ/নির্দেশ এবং বিধি বিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

২৯. জলমহাল ইজারা গ্রহণ করার পর কোন সংগঠন/সমিতির জলমহাল ভরাট, আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি বা অন্য কোন অজুহাতে উপস্থাপন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে আবেদন দাখিলের পূর্বে সমিতি/সংগঠন সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৩০. কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

০৫/০৩/২৬

মোঃ সোহাগ মিলু

সহকারী কমিশনার (ভূমি)

বাউফল, পটুয়াখালী।

ও

সদস্য সচিব

উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি

পরিশিষ্ট-ক

"সাধারণ আবেদনে ১৪৩৩-১৪৩৫ বঙ্গাব্দ মেয়াদে জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত অনলাইনে আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদির চেকলিষ্ট"

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত চেকলিষ্ট অনুসরণপূর্বক অনলাইনে সাধারণ আবেদনে জলমহাল ইজারার আবেদন দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো:

(ক) আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি এর নাম ও ঠিকানা;

(খ) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নিবন্ধন সনদ (রেজিস্ট্রেশন) এর সত্যায়িত কপি;

(গ) সংগঠন/সমিতির গঠনতন্ত্র;

(ঘ) নির্বাচিত সভাপতি, ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা (ছবিসহ) এবং সভার কার্যবিবরণী;

(ঙ) নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যের নামের তালিকা (ঠিকানা ও ছবিসহ) এবং নির্বাচিত নির্বাহী/কার্যকরী কমিটির তালিকা (ঠিকানা ও ছবিসহ);

(চ) জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা;

(ছ) ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট (ব্যাংক রুলস অনুসারে);

(জ) অডিট রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঝ) টিআইএন নম্বর (যদি থাকে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র সংযোজন করতে হবে);

(ঞ) ইতোপূর্বে জলমহাল বন্দোবস্ত নিয়েছে কিনা, নিয়ে থাকলে কোন রাজস্ব বকেয়া আছে কিনা;

(ট) সভাপতি, সম্পাদক ও উক্ত সমিতির বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কিনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র;

(ঠ) মৎস্যজীবী সদস্যদের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি;

(ড) আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী মর্মে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র;

(ঢ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাউফল বরাবর প্রদেয় জামানত বাবদ ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার;